জলছবি

জীবনের আয়নায়

স্বামী দিব্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-করুণাগঙ্গা যুগ যুগ ধরে মানুষের মনোভূমির ভিতর দিয়ে অসীমের লীলাপথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ফলে স্নিগ্ধ স্বস্তির সঙ্গে সম্ভাবনার ফসলের আশ্বাস মানুষকে শান্তি দান করেছে। জাগ্রত চেতনভূমিকে চৈতন্যসাগরের স্পর্শে শিহরিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-করুণাগঙ্গায় অবগাহন মানুষের শুধুমাত্র পুণ্যস্নানকেই সম্পূর্ণ করে না, একই সঙ্গে তা জীবনে মুক্তিস্নানের আস্বাদ বহন করে আনে। মানুষের মৃন্ময় কাঠামোর মধ্যে তখন চিন্ময় সত্তা আপন বৈভবে আত্মপ্রকাশ করে। সেই বৈভবের দ্যুতি অক্লেশে জগতের অন্ধকার দূর করে। সেই অপরিমেয় আলো কেন জানি না আজ জীবনের আয়নায় প্রতিফলিত হয়েছে!

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইরা গুজরাটে তীর্থদর্শনে গিয়েছেন এবং কিছুকাল অবস্থান করেছেন। ফলে সেই সময় থেকেই গুজরাটে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচারের কাজ অব্যাহত আছে। ক্রমে গুজরাটে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চারটি শাখাকেন্দ্র এবং ভক্তদের যৌথ উদ্যোগে অনেকগুলি আশ্রম স্থাপিত হয়েছে। এই ধরনের প্রত্যেকটি আশ্রমে প্রার্থনাগৃহে পুণ্যত্রয়ী (শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজী) পটে পূজিত হন। ভূমিকম্প-কবলিত গুজরাটের গ্রাম ও শহরে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনায় শত শত মানুষের জন্য বাড়ি, প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। এইসব গ্রাম ও শহরে অবস্থিত আশ্রমগুলিতে নিয়মিত পুণ্যত্রয়ীর আরাধনা হয়ে থাকে।

জীবনের অনন্ত পরিসরে আনন্দ-বেদনার সুগভীর স্পর্শে চেতনার অন্তরতর সত্তা জেগে ওঠে। জলছবি সেই সুন্দরকে আমাদের প্রাত্যহিকীতে লগ্ন করতে প্রয়াসী হয়েছে। —সম্পাদক

আমরা কয়েকজন গত ২২ থেকে ৩০ আগস্ট ২০০৭ পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ কিমি দূরত্বের মধ্যে গুজরাটের বিভিন্ন আশ্রম ও তীর্থস্থান ঘুরে দেখলাম। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত যেসব অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় ত্রাণকার্য হয়েছে, সেখানেও গেলাম। কয়েকটি আশ্রম, বিদ্যালয় ও সংশোধনাগার দেখলাম। যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই দরিদ্র পরিবারের শিশুরা দেখা হলে হাসিমুখে 'জয় মা', 'জয় ঠাকুর' বলে আমাদের সম্বোধন করেছে। বয়স্করাও খুশি মনে অনুরূপ আচরণ করেছেন। এই বৃহৎ সেবাযজ্ঞ দেখে আর সরলপ্রাণ মানুষের সংস্পর্শে এসে বারবার স্বামীজীর কথা মনে হল—ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র, পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ, আর ভারতের প্রাণভোমরা হল ধর্ম।

গুজরাটের রামকৃষ্ণ আশ্রমগুলিতে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন ভক্ত মহিলার কথা খুব মনে পড়ে। প্রথম জনের সঙ্গে দেখা হয় রাজকোটে, দ্বিতীয় জনের সঙ্গে ভুজে এবং তৃতীয় জনের সঙ্গে আদিপুর বা গান্ধীগ্রামে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ শক্তি যে সতত ক্রিয়াশীল তার কিছুটা আঁচ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি।

রাজকোটে যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর বয়স ষাটের ঊর্ধ্বে হবে। মাথার চুলের রং প্রায় সব দুধসাদা। শুনলাম, ঐ বয়সেও প্রতিদিন তিনি সন্ধ্যারতি ও সাধুসঙ্গের জন্য রাজকোট আশ্রমে আসেন। ২৬ আগস্ট ২০০৭ আশ্রমে আলোচনাসভার শেষে ভক্তরা প্রণাম করে যাওয়ার সময় তিনি বললেনঃ "আমার সংসার-আসক্তি কমছে না; ভগবানকে যেমন ভালবাসা উচিত, প্রভু বলেছেন, তেমন টান বা ভালবাসা আসছে না। আমি ঠাকুর, মায়ের কাছে কেবল এই প্রার্থনা করি যেন আমার সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি কমে। এখন তো যাওয়ার সময় হয়ে এল! তাই আশীর্বাদ করুন।" আমি বারবার তাঁকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে বললামঃ "মা, আপনি প্রতি সন্ধ্যায় আশ্রমে আসার চেষ্টা করেন, প্রবচন শোনেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, সংসারের প্রতি আপনার আসক্তি অন্যের তুলনায় কম।" কিন্তু তাঁর কথায় মনে হল, ভগবানের প্রতি যে-টানের কথা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ আছে, সেই টান অন্তরে অনুভব করছেন না বলে তিনি নিজের ওপর সন্তুষ্ট নন এবং ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তাঁর আকুতির অন্ত নেই!

ভুজে যাঁর সঙ্গে কথা হল, তাঁর বয়স প্রথম জনের থেকে অনেক কম। শীঘ্র মা হবেন। বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠে এসে ঠাকুরকে এবং গুরুদেবকে প্রণাম করে মনের কথা বলে গেছেন। আলোচনাসভার শেষে অশ্রুসিক্ত নয়নে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেনঃ "মা কি আমার এই বড় প্রার্থনাটি

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পরিষদের সদস্য এবং বর্তমানে মালদা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সংগঠক। সংশোধনাগারের আবাসিকদের নৈতিক মান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন।—**সম্পাদক**

শুনবেন?” তাঁকে প্রশ্ন করলাম ঃ “প্রার্থনাটি কী?” তিনি বললেন ঃ “আমার যে সন্তান আসছে, সে যেন ব্রহ্মজ্ঞানী হয়।” অর্থাৎ মায়ের ইচ্ছা, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করবেন এবং তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হবে। তাঁর আন্তরিক প্রার্থনা সেদিন উপস্থিত সকলকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেল।

আদিপুরে ‘রাখা’ নামে যে গরিব মেয়েটির সঙ্গে কথা হল, তার বয়স চোদ্দ বা পনেরো হবে। আর্থিক অসুবিধা এবং অন্যান্য পারিবারিক কারণে বেশি পড়াশোনা করতে পারেনি। সন্ধ্যায় মন্দিরে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে বসে নিয়মিত পাঠ শোনে। প্রবচন শুনে ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে বলল ঃ “শুনেছি সাধুর বচন সত্য হয়, আপনি বলে যান—আমার যেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের চরণে শুদ্ধা ভক্তি হয়। আমি আর কিছু চাই না।”

মানুষের অন্তঃকরণ কতটা শুদ্ধ হলে এই ধরনের প্রার্থনাগুলি সম্ভব হতে পারে! শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রবাহ এভাবেই মানুষের অন্তরতর সত্তাকে ঋদ্ধি তথা জীবনের সিদ্ধির দিকে পরিচালিত করে চলেছে। ❑

প্রচ্ছদ-পরিচিতি

ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা সূর্য। ঋগ্বেদে তেজ বা প্রাণশক্তি-রূপে সূর্যকে বিশ্বচরাচরের আত্মা হিসাবে স্তুতি করা হয়েছে। গুণ-কর্ম-অবস্থা-ভেদে সূর্য বিচিত্র নামে অভিহিত হয়েছেন। তেজোরূপী সূর্যের একটি রথ আছে, যা পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিক্রমণ করে। সূর্যের রশ্মিসমূহকেই উপমা হিসাবে সূর্যের অশ্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কূর্মপুরাণে সূর্যের সপ্তরশ্মিকে সপ্ত তুরগ বা অশ্ব হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। বিজ্ঞানে সূর্যরশ্মি বিশ্লেষণ করে সাতটি রং দেখা গেছে। এই সপ্তবর্ণকে সংক্ষেপে VIBGYOR বলা হয়। আচার্য সায়নের মতে, রথ অর্থে আদিত্যমণ্ডল বা সংবৎসর। বৎসর সাপেক্ষে সপ্ত অশ্ব অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবস, রাত্রি ও মুহূর্ত। সূর্যের রথচক্রের দ্বাদশটি নেমি বা শলাকা। দ্বাদশ নেমি অবশ্যই দ্বাদশ মাস।

সূর্যোপাসনা পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন আকারে প্রচলিত ছিল। ভারতে সূর্যের উপাসকরা সৌর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রাচীন বঙ্গদেশে সেনবংশীয় রাজাগণ নিজেদের পরমসৌর বলে পরিচয় দিয়েছেন। সূর্যের মূর্তিপূজা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। উত্তরকালে সূর্যবিগ্রহ পূজার প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে।

প্রাচীন সূর্যোপাসনা হ্রাস পেলেও সূর্যের অনুষঙ্গ নিয়ে সত্যস্বরূপ রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ জীবন ও বাণীর স্বপ্রকাশ নতুন যুগের সূচনা করেছে। সেই নতুন যুগের ভোরে ব্যক্তি ও সমাজের জড়তা, সঙ্কীর্ণতা ও সংশয়ের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ত্যাগ, সেবা ও সংঘশক্তির উন্মেষ অনাগতকালের আরব্ধ কর্মকে সম্পন্ন করবে। সমৃদ্ধি, শান্তি ও মৈত্রীর ঈপ্সিত লক্ষ্যে ভারতীয় তথা বিশ্বের মানবসমাজকে পৌঁছে দেবে। পৃথিবীর মানুষের চোখে দেবত্বের স্বপ্নকে লগ্ন করে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করবে।

স্বনামধন্য শিল্পী সুনীল পাল ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যার প্রচ্ছদে সেই পুণ্য আবির্ভাবকে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সত্যসূর্যের দুই পাশে মূর্তিমান ত্যাগ ও সেবা যেন মানুষের জীবনের জড়তা, সঙ্কীর্ণতা ও সংশয়ের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করতে সদা জাগ্রত প্রহরীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সংঘশক্তি সারথির ভূমিকায় আমাদের জীবন-রথের সপ্ত অশ্ব তথা প্রতিটি বৎসরকে পরমের দিকে পরিচালিত করছে। আকাশের সর্বত্র স্নিগ্ধ অরুণিমা ছড়িয়ে পড়েছে যা আমাদের জীবনে আনন্দময়তার আশ্বাস বহন করে আনছে। শিল্পী মেঘের বর্ণ সবুজ করেছেন। মেঘ পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে তাকে শস্যশ্যামল করে। সবুজ মেঘ যেন সেই নবীন প্রাণের উদ্দীপনাপূর্ণ আশ্বাসের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার ভেঙে চির জ্যোতির্ময় আবির্ভূত হয়েছেন। ‘উদ্বোধন’-পরিবার সাদরে ও আনত শিরে তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছে, প্রণতি নিবেদন করছে।—**সম্পাদক**